[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

মেহেরপুরের দুটি আসনের বেশ কয়েকটি গ্রামের সাধারণ কৃষক, গৃহিণী ও ব্যবসায়ীদের সাথে কথা বলে জানা গেছে, তাঁরা উন্নয়নের পাশাপাশি কৃষিপণ্যের ন্যায্যমূল্য ও জননিরাপত্তা নিশ্চিতকরণের বিষয়ে নির্বাচিত প্রার্থীদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। হিংসা-বিদ্বেষ ভুলে জনকল্যাণে কাজ করার প্রত্যাশাও সাধারণ ভোটারদের।

এদিকে, নির্বাচনের আগে মেহেরপুরের মুজিবনগর ও গাংনী এলাকায় গত কয়েক দিনে বেশ কয়েকটি ককটেল ও বোমা উদ্ধার, যৌথ বাহিনীর অভিযানে অস্ত্র উদ্ধার এবং আঞ্চলিক সড়কগুলোতে ছিনতাই ও চুরির ঘটনায় সাধারণ মানুষের মনে উদ্বেগ ও আতঙ্ক তৈরি হয়েছে।

মেহেরপুর-১ আসনের আওতাধীন উজুলপুর গ্রামের কৃষক রশিদ আলী বলেন, ‘সরকার আসে সরকার যায়, আমাদের কোনো আয়-উন্নতি নেই। আমরা হাড়ভাঙা খাটুনি খেটে ফসল ফলাই। কিন্তু বেচতে গেলে দাম পাই না। নতুন সরকারের কাছে দাবি জানাই, তারা যাতে আমাদের ফসলের ন্যায্যমূল্যের ব্যবস্থা করে দেয়।’

মেহেরপুর শহরের হোটেল বাজার এলাকার ভোটার ইমদাদুল হক বলেন, ‘সাধারণ মানুষ যাতে সুন্দরভাবে জীবনযাপন করতে পারে, দ্রব্যমূল্য নিয়ন্ত্রণে থাকে এবং রাস্তাঘাটে ছিনতাই-চাঁদাবাজি না হয়—এমনটাই প্রত্যাশা করি।’

মেহেরপুর-২ (গাংনী) সংসদীয় আসনের আওতাধীন গাড়াবাড়ীয়া গ্রামের গৃহবধূ জান্নাতুল ফেরদৌস বলেন, ‘আমরা গাংনী উপজেলার বাসিন্দা হলেও জেলা শহরের সাথে আমাদের যাতায়াত বেশি। কিন্তু কাজ থাকলেও সন্ধ্যার মধ্যে গ্রামে ফিরতে হয়। সন্ধ্যা নামলেই মনে ছিনতাই ও ডাকাতির ভয় কাজ করে। যিনি আমাদের নিরাপত্তার বিষয়টি গুরুত্ব দেবেন, তাকেই ভোট দেব।’

জানা গেছে, মেহেরপুর পৌরসভা, সদর ও মুজিবনগর উপজেলার ১২টি ইউনিয়ন নিয়ে গঠিত মেহেরপুর-১ সংসদীয় আসন। এ আসনে ৩ লাখ ১৬ হাজার ৯৭৫ জন ভোটার। এর মধ্যে পুরুষ ১ লাখ ৫৭ হাজার ৮৯০, নারী ১ লাখ ৫৯ হাজার ৮২ এবং তৃতীয় লিঙ্গের ভোটার ৩ জন। ১৯৯০ পরবর্তী নির্বাচনগুলোতে এ আসনটিতে আওয়ামী লীগ ও বিএনপি সমানতালে জয়লাভ করেছে। এবার এ আসনে চারজন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। তবে মূল লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। বিএনপি থেকে মাসুদ অরুণ এবং জামায়াত থেকে তাজ উদ্দিন প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। বাকিরা হলেন সিপিবি-র অ্যাডভোকেট মিজানুর রহমান এবং জাতীয় পার্টির

আব্দুল হামিদ।

মাঠের বাস্তবতায় এ আসনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বিতা গড়ে উঠেছে বিএনপি ও জামায়াত সমর্থিত প্রার্থীর মধ্যেই। অতীতে জামায়াতের এ আসনে প্রায় ৩০ হাজার ভোটব্যাংক ছিল, যা বর্তমানে আরও বেড়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। শুরুতে বিএনপির ভেতরে কিছুটা কোন্দল থাকলেও এখন নেতাকর্মীরা একতাবদ্ধ। তবে জনপ্রিয়তার দিক থেকে মাসুদ অরুণ এগিয়ে থাকলেও প্রচার-প্রচারণায় জামায়াতও বেশ শক্ত অবস্থানে রয়েছে।

অন্যদিকে, মেহেরপুর-২ (গাংনী) আসনে ভোটার ২ লাখ ৭০ হাজার ৫ জন। এখানে প্রার্থী তিনজন, তারা হলেন-বিএনপির আমজাদ হোসেন, জামায়াতের নাজমুল হুদা এবং জাতীয় পার্টির আব্দুল বাকী। এখানেও লড়াই হবে বিএনপি ও জামায়াতের মধ্যে। ৯১ পরবর্তি এখানেও কখনো আওয়ামী লীগ কখনও বিএনপি থেকে সংসদ সদস্য নির্বাচিত হয়েছেন।

কামরুল ইসলাম নামের এক বিএনপি সমর্থক বলেন, ‘মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাবেদ মাসুদ মিল্টন মনোনয়ন না পাওয়ায় দলীয় কোন্দল এখনো রয়ে গেছে। মিল্টন কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার নির্দেশ দিলেও আমজাদ হোসেনের অনুসারীরা তাঁদের সেভাবে মূল্যায়ন করছেন না। ফলে অনেক কর্মী হয়তো নিষ্ক্রিয় থাকতে পারেন, যা আসনটি ধরে রাখা মুশকিল করে তুলবে।’

ঝিনাইদহে পোস্টাল ব্যালটে ভোট দেবেন ২১ হাজার ৪৭ জন ভোটার

আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে ঝিনাইদহের চারটি সংসদীয় আসনে পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোটাধিকার প্রয়োগ করবেন ২১ হাজার ৪৭ জন ভোটার।

এর মধ্যে পুরুষ ভোটার ১৬ হাজার ৬৩২ জন এবং মহিলা ভোটার ৪হাজার ৪৫২জন। নিবন্ধন করলেও ৩৭ ভোটার অনুমোদন না পাওয়ায় এবছর ২১হাজার

৪৭ জন ভোটার ভোট দিতে পারবেন।

এছাড়াও এবার ৭৯ জন কারাবন্দি ও ১৩৬ জন আনসার ভিডিপির সদস্য পোষ্টাল ব্যালটে ভোট দিতে রেজিস্ট্রেশন সম্পন্ন করেছেন বলে জানা গেছে।

জেলা নির্বাচন অফিস সূত্রে জানা গেছে, দেশের বিভিন্ন স্থানে কর্মরত সরকারি, আধা-সরকারি ও স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের কর্মকর্তা-কর্মচারীসহ অন্যান্য ভোটার রয়েছেন ১৪ হাজার ৫১১ জন।

অপরদিকে বিদেশে অবস্থানরত প্রবাসী ভোটারের সংখ্যা ৬ হাজার ৫৩১ জন। তবে বিভিন্ন দেশে ঝিনাইদহের প্রায় ৮৫ হাজার প্রবাসী থাকলেও নিবন্ধন করেছে মাত্র সাড়ে ৬ হাজার ভোটার।

নিবন্ধিত পোস্টাল ব্যালট ভোটারদের মধ্যে ঝিনাইদহ জেলা কারাগারে থাকা বন্দি ভোটার রয়েছেন ৭৯ জন এবং আনসার ভিডিপির সদস্য রয়েছে ১৩৬ জন।

আসন ভিত্তিক তথ্য নিয়ে জানাযায়, ঝিনাইদহ-১ আসনে ৪ হাজার ৬০ জন, ঝিনাইদহ-২ আসনে ৭ হাজার ১৩৮ জন, ঝিনাইদহ-৩ আসনে ৫ হাজার ৪০৬ ও ঝিনাইদহ-৪ আসনে ৪ হাজার ৪৩৮ ভোটারকে পোষ্ট অফিসের মাধ্যমে আসনভিত্তিক ভোট দেওয়ার জন্য পোস্টাল ব্যালট পাঠানো হচ্ছে।

নির্ধারিত সময়ের মধ্যেই সংশ্লিষ্ট সকল ভোটাররা তাদের পোষ্টাল ব্যারটে ভোট দিতে পারবেন।

জেলা নির্বাচন অফিসার আবুল হোসেন জানান, কর্মস্থল, প্রবাস বা কারাবন্দি থাকার কারণে যারা এতদিন সরাসরি ভোটকেন্দ্রে গিয়ে ভোট দিতে পারতেন না, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতির মাধ্যমে তাদের ভোটাধিকার নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে। এটি নির্বাচন ব্যবস্থায় একটি যুগান্তকারী পদক্ষেপ।

পোস্টাল ব্যালট ভোটার ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলার ভাতুড়িয়া গ্রামের বাসিন্দা শাহিদুর রহমান জানান, ভোট গ্রহনের দায়িত্ব পাওয়ার কারণে প্রতিবারই ভোটের দিন সেন্টারে গিয়ে ভোট দেওয়া সম্ভব হয় না। এবার পোস্টাল ব্যালটের মাধ্যমে ভোট দেওয়ার সুযোগ পেয়ে সত্যিই খুশি। এতে আমার মতো অনেকেই ভোটাধিকার প্রয়োগের সুযোগ পাবেন।

ঝিনাইদহের হরিণাকুণ্ডু উপজেলা নির্বাচন অফিসার (ভারপ্রাপ্ত)

আলমগীর হুসাইন জানান, পোস্টাল ব্যালটে ভোটগ্রহণ প্রক্রিয়া সুষ্ঠু, স্বচ্ছ ও নিরাপদ করতে

প্রয়োজনীয় সব প্রস্তুতি নিয়েছেন নির্বাচন কমিশিন। কোনো ধরনের অনিয়ম যাতে না ঘটে, সে বিষয়ে বিশেষ নজর রাখা হচ্ছে। তিনি আরও বলেন, এক একটি সংসদীয় আসনের পোস্টাল ব্যালট নিদৃষ্ট স্থানে জমা হবে এবং নির্বাচনের দিন ভোট গণনার সময় এই ভোট গণনা করা হবে।

ঝিনাইদহ জেলা রিটার্নিং কর্মকর্তা ও জেলা প্রশাসক মো. আব্দুল্লাহ আল মাসউদ বলেন, পোস্টাল ব্যালট পদ্ধতি চালুর ফলে নির্বাচনে ভোট প্রদানের সংখ্যা বাড়বে এবং গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়া আরও শক্তিশালী হবে।

তরুণ ভোটাররা প্রভাব ফেলবে নির্বাচনে

যতই দিন ঘনিয়ে আসছে ত্রয়োদশ নির্বাচন নিয়ে মানুষের মঝে বাড়ছে নির্বাচনী উত্তাপ। আগামী বছর ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম প্রান্তিকে জাতীয় সংসদ নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা দিয়েছেন অন্তর্বর্তীকালীন সরকার। এলক্ষ্যে রাজনৈতিক দলগুলো তাদের প্রস্তুতি নিতে রাতদিন মাঠে কাজ করে যাচ্ছে।

গত ৩ নভেম্বর বিএনপির পক্ষ থেকে ২৩৭ জন এবং ৩৬জনের সম্ভাব্য প্রার্থীর নাম ঘোষণা করেছে। সেই তালিকায় ঝিনাইদহ জেলার মাত্র ১টি আসনের প্রার্থীর নাম ঘোষণা করা হয়েছে। বাকী ৩টি অসনের প্রার্থীর নাম চুড়ান্ত না করায় বিএনপির মধ্যে অস্বস্তি দেখা দিয়েছে। বিশেষ করে ঝিনাইদহ-২ আসনে বিএনপির মধ্যে এই বিষন্নতা বেশি দানা বাধার কারণ হলো সমমনাদের নিয়ে জোটগত ভাবে নির্বাচন করার ঘোষণাকে কেন্দ্র করে।

চুড়ান্ত প্রার্থী ঘোষণা না হলেও অনেকে মনে করছেন স্বৈরাচার হাসিনা সরকারের পতনের সময় যুগপথ আন্দোলনের শরিক বাংলাদেশ গণঅধিকার পরিষদের সাধারণ সম্পাদক রাশেদ খানকে এই আসনটি ছেড়ে দিতে

ব্যাপক কাজ করে যাচ্ছেন।

এবিষয়ে নাসের শাহরিয়ার জাহেদী মহুল বলেন, ভোট গণতান্ত্রিক অধিকার রাষ্ট্রের নিষেধাজ্ঞা ছাড়া সবাই নির্বাচনে অংশগ্রহন করতে পারেন, জনগণ যাকে বেছে নিবেন তিনিই নির্বাচিত হবেন। তিনি এই সরকারের অধিনে নির্বাচন সুষ্ঠু ও শান্তিপূর্ণ পরিবেশে হবে বলে বিশ্বাস করেন। তবে এবছর নতুন ভোটাররা নির্বাচনে জয়পরাজয়ে ব্যাপক প্রভাব ফেলবে। সাধারণ ভোটারদের ধারণা শেষমেষ বিএনপি জামায়াতের মধ্যেই এই আসনে জয়-পরাজয়ের লড়াই হবে।

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

দামুড়হুদায় জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে র্যালি ও আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় “তোমার আমার বাংলাদেশ, ভোট দিব মিলেমিশে” এই স্লোগানকে সামনে রেখে দামুড়হুদা উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের যৌথ আয়োজনে প্রথমে নির্বাচন অফিস চত্বর থেকে র্যালি বের হয়। র্যালি শেষে পরিষদের সভাকক্ষে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়।

আলোচনা সভায় বক্তারা আগামীর বাংলাদেশ বিনির্মাণে ভোটার দিবসের তাৎপর্য তুলে ধরে বলেন, ভোটার তালিকা স্বচ্ছভাবে করতে হবে। ভোটার হওয়ার যোগ্যতা রাখে এমন কোনো নাগরিক যেন ভোটার তালিকা থেকে বাদ না যায়, সে বিষয়ে সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। দেশের প্রতিটি ভোটার যেন সুষ্ঠু পরিবেশে বাংলাদেশে অনুষ্ঠিত যেকোনো নির্বাচনে স্বচ্ছভাবে তার ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে পারে, সেই ব্যবস্থা নিশ্চিত করতে হবে। বিগত ফ্যাসিবাদী সরকারের মতো ভোট ব্যবস্থা আমরা আর চাই না।

দামুড়হুদা উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা মমতাজ মহলের সভাপতিত্বে এ সময় উপস্থিত ছিলেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নূর উল্লাহ,

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি সামসুজ্জোহা পলাশ, উপজেলা সমবায় কর্মকর্তা হারুন অর রশিদ, মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তা হোসনে জাহান, বীর মুক্তিযোদ্ধা চাঁদ আলী, উপজেলা সহকারী প্রাথমিক শিক্ষা কর্মকর্তা সেলিম রেজা, উপজেলা সহকারী নির্বাচন কর্মকর্তা ইমরান খান, ডাটা এন্ট্রি অপারেটর মারুফ বিল্লাহ, নাহিদ হাসান, সাইফুল ইসলাম প্রমুখ।

গাংনীতে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে গাংনীতে বর্ণাঢ্য র্যালি ও আলোচনা সভার আয়োজন করা হয়েছে।

রবিবার সকালে উপজেলা প্রশাসন ও উপজেলা নির্বাচন অফিসের আয়োজনে একটি বর্ণাঢ্য র্যালি বের করা হয়। র্যালিটি উপজেলা চত্বর থেকে শুরু হয়ে হাসপাতাল বাজার প্রদক্ষিণ করে একই স্থানে এসে শেষ হয়।

পরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের সম্মেলন কক্ষে আয়োজিত ভোটরা দিবসের আলোচনা সভায় সভাপতিত্বে করেন উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা (ইউএনও) প্রীতম সাহা। আলোচনা বক্তব্য রাখেন উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা নাহিদ ইসলাম।

এছাড়া বক্তব্য রাখেন গাংনী উপজেলা মুক্তিযোদ্ধা কমান্ডের সাবেক কমান্ডার সামসুল আলম সোনা, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মেহেরপুর জেলা শাখার সদস্য সচিব মুজাহিদুল ইসলামসহ উপজেলা প্রশাসনের বিভিন্ন দপ্তরের সরকারি কর্মকর্তা-কর্মচারী ও বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষকবৃন্দ ।

আলোচনা সভায় বক্তারা জাতীয় ভোটার দিবসের গুরুত্ব তুলে ধরে ধরেন। সেই সাথে নতুন ভোটারদের নিবন্ধন ও ভোটাধিকার প্রয়োগে সচেতন হওয়ার আহ্বান জানানো হয়।

মেহেরপুরে জাতীয় ভোটার দিবস পালিত

“তোমার আমার বাংলাদেশে, ভোট দেব মিলেমিশে” এই প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে মেহেরপুরে আলোচনা সভা ও র্যালি অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার সকাল ১০টায় মেহেরপুর জেলা প্রশাসকের সম্মেলন কক্ষে এ আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। মেহেরপুর জেলা প্রশাসন ও জেলা নির্বাচন অফিসের উদ্যোগে আয়োজিত এ সভায় সভাপতিত্ব করেন জেলা নির্বাচন অফিসার মো. ওয়ালিল্লাহ।

প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন জেলা প্রশাসক সিফাত মেহনাজ। সদর উপজেলা নির্বাচন কর্মকর্তা দোলন কান্তি চক্রবর্তীর সঞ্চালনায় এছাড়া আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলাম, সদর উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা খায়রুল ইসলাম, টিটিসির অধ্যক্ষ আরিফ হোসেন তালুকদার প্রমুখ।

এর আগে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবস উপলক্ষে একটি র্যালি বের করা হয়। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসক তরিকুল ইসলামের নেতৃত্বে র্যালিটি জেলা প্রশাসকের কার্যালয় চত্বর থেকে শুরু হয়ে প্রধান সড়ক ঘুরে একই স্থানে গিয়ে শেষ হয়। পরে শান্তির প্রতীক পায়রা উড়িয়ে ৭ম জাতীয় ভোটার দিবসের সূচনা করা হয়।